গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ।
www.lawjusticediv.gov.bd

নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণী।

তারিখ ঃ ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ
সময় ঃ ২.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ সভাকক্ষ, আইন ও বিচার বিভাগ।

আয়োজনে ঃ নৈতিকতা কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগ।

আজ ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের সভা কক্ষে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের নৈতিকতা কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভাপতি ও মাননীয় সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট জনাব উম্মে কুলসুম সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিগত ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ইস্যুকৃত পরিপত্রে উল্লিখিত নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি হচ্ছে ঃ-

(১) আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;
(২) বিদ্যমান অন্তরায় দূরীকরণে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
(৩) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত থাকবে, তা নির্ধারণ; এবং
(৪) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

তিনি আরও উল্লেখ করেন ঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে আইন ও বিচার বিভাগের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার আলোকে কর্মকৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে প্রদত্ত নাগরিক সেবাসমূহের গুণগতমান বৃদ্ধি করে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা সম্ভব মর্মেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এই বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাগরিক সেবাসমূহ সহজে ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে প্রদান করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ দুরীকরণ আবশ্যক মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। উক্ত চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) স্বল্পতম সময়ে ও ন্যূনতম ব্যয়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা;
(খ) কার্যকরী ও গুণগত আইনী সহায়তা প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
(গ) হয়রানীমুক্ত ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রম নিশ্চিত করা;
(ঘ) এই বিভাগের অভ্যন্তরীণ সেবাসমূহ স্বল্পতম সময়ের মাধ্যমে প্রদান করে সেবার মানোন্নয়ন করা।

বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণের উদ্দেশ্যে এই বিভাগ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় বেশ কিছু বিষয় সংযোগ করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। উক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

- ❖ আইন ও বিচার বিভাগ হতে প্রদত্ত নাগরিক সেবা বিশেষ করে সত্যয়ন (Attestation) সংক্রান্ত সেবার পূর্ণাঙ্গ তালিকা বা চেকলিষ্ট তৈরী এবং সেবাগ্রহিতাগণকে উক্ত চেকলিষ্ট সম্পর্কে অবহিতকরণ;
- ❖ ভূমি নিবন্ধন কার্যে জনদুর্ভোগ হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রত্যেক সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে দৃশ্যমানস্থানে সহজবোধ্যভাবে বিভিন্ন প্রকার দলিলের রেজিষ্ট্রেশন খরচ ও আনুষাঙ্গিক তথ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- ❖ কারাগারে আটক বিচারপ্রার্থী আসামীগণকে সহজে আইনগত সেবা নিশ্চিতকরণ;

বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এই বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে মর্মে তিনি সভাপতির প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা কামনা করেন। তাছাড়া, বিচার কর্মবিভাগের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে আইন ও বিচার বিভাগ দায়িত্ব পালন করলেও আদালত ও মামলা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট বিষয়টি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করেন। ইতোমধ্যে বিচারিক কর্মের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট হতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা বিচার ব্যবস্থায় গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে মামলাজট নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

এই প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ এমদাদুল হক, উপসচিব (মতামত-৪) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বিচার প্রশাসনে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের নকল সরবরাহের শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দুটি জেলায় একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে নকল সরবরাহের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও জনদুর্ভোগ লাঘব করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বিচারিক কার্য ব্যতিত অন্যান্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জেলাজজ আদালতসমূহ যাতে আরও নাগরিক বান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জনগণকে হয়রানীমুক্ত বিচার কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে, কর্মপরিকল্পনায় সেরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২) জনাব শেখ গোলাম মাহবুব তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন, ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রমে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকৃত রেজিস্ট্রেশন খরচ ও প্রয়োজনীয় কাগজাদির বিষয়ে সেবা গ্রহিতাগণকে অবহিত করার মাধ্যমে জনভোগান্তি হ্রাস করা সম্ভব। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রকাশ্যস্থানে জমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক ফি সম্পর্কে প্রচারণা চালানো যেতে পারে। তাছাড়া সেবাগ্রহিতাগণকে এই ধরণের রেজিস্ট্রেশন ফি সংক্রান্ত বুকলেটও তৈরী করে তাদের চাহিত মতে প্রদান করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে নিবন্ধন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব মোঃ জিয়াউল হক (পরিদর্শক) তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, কোন দলিলের নিবন্ধন খরচ কত এই সম্পর্কে সেবাগ্রহিতাগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি এ্যাপস্ তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় সেবাগ্রহিতাগণ এই বিষয়ে তাৎক্ষনিকভাবে সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস হতে তথ্য সংগ্রহ করতে আগ্রহী হয়। এই বিষয়টি সহজ করার লক্ষ্যে প্রত্যেক সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে দৃশ্যমান স্থানে সিটিজেন চার্টারের পাশাপাশি প্রত্যেক দলিলের ধরণ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য ধার্যকৃত ফি এর তালিকা প্রদর্শন করার লক্ষ্যমাত্রা এই অর্থ বছরে নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সাথে দলিল রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয় ফি এর তালিকা একটি ছোট বুকলেট হিসেবে তৈরী করা যায় কিনা সেই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার উপ-পরিচালক, জনাব তোফাজ্জল হোসেন হিরু তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, কারাগারে আটক বন্দিগণ অনেক সময় নিযুক্তীয় প্যানেল আইনজীবীগণের সহযোগিতা প্রাপ্ত হন না। বর্ণিত কারণে কর্মপরিকল্পনায় এই বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে

কারাগারে আটককৃত বিচারপ্রার্থীগণ আইনী সহায়তা লাভে অধিকারী হবেন। তিনি উক্ত বিষয়টি বাস্তবায়নে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা হতেও সঠিকভাবে মনিটরিং করবে মর্মে উল্লেখ করেন।

মাননীয় সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বিচারিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। উক্ত পদক্ষেপসমূহ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও পরিসংখ্যান থেকে জানার সুযোগ রয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের সাথে সম্পর্কিত নাগরিক সেবাসমূহে গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়নের সাথে সাথে প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চিন্তা চেতনার মধ্যে গুণগত পরিবর্তন না হলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, শুদ্ধাচার শুধুমাত্র একটি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তার জন্য সকলকে ব্যক্তিগত সততা, নিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রতিনিয়ত চর্চা করতে হবে। সহজ ও কম সময়ে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া কিভাবে নিশ্চিত করা যায়, এই বিষয়ে সেবাগ্রহিতাগণের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান পদ্ধতির মানোন্নয়ন করা হলে তা ইপ্সিত ফল বয়ে আনতে পারে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ব্যক্তিগত শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে পেশাগত শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন।

সভায় আলোচিত বিষয়সমূহের প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয় ঃ

(ক) প্রত্যেক ভূমি নিবন্ধন দলিলের রেজিস্ট্রেশন ফি এর হালনাগাদ তালিকা দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং উক্ত তালিকা সেবাগ্রহিতাগণের জন্য বুকলেট আকারে তৈরী করে তাদের চাহিদা মতে প্রদান করতে হবে।

(খ) কারাগারে আটক বন্দিদের বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য গ্রহণের মাধ্যমে জেলা লিগ্যাল এইড কর্মকর্তা তাদের আইনগত সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন এবং জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির মাসিক সভায় তা উপস্থাপন করবেন।

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

(মোঃ গোলাম সারওয়ার)
সচিব
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি
আইন ও বিচার বিভাগ।